বিশ্বকাপ ঝড় কিংবা জ্বর

● হুমায়ূন আযম রেওয়াজ

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে আবার। তবে এ যুদ্ধ আনন্দ আর উদ্দীপনার। বিশ্বকাপ ফুটবল উৎসবকে ঘিরে সমগ্র বিশ্ব যেমন বুঁদ হয়ে আছে, এর ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশও। আর স্বভাবতই এই জ্বরে সবচেয়ে বেশি ভুগছে তরুণরা। বাংলাদেশ যে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলছে না তা তারুণ্যের উন্মাদনা দেখে বোঝা মুশকিল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো হয়ে উঠেছে এক টুকরো স্টেডিয়াম। আড্ডাগুলো এখন শতভাগ ফুটবলময়। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী সমর্থককুলের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে জার্মানি, ইতালি আর হল্যান্ড এমনকি নবাগত হন্ডুরাসের সমর্থকরা। স্পেন, ইংল্যান্ডের সমর্থকরা প্রথম সপ্তাহেই চলে গেছে ব্যাকফুটে। কেউ কেউ দল বদলে নতুন দলে ভিড়ছেন। এমন তোড়জোড় দেখে কে বলবে যে আমাদের দূরতম প্রতিবেশী দেশটিও এই বিশ্বকাপ খেলছে না! এ ফুটবলজ্বর যেমনি এনে দিয়েছে মাসব্যাপী আনন্দ উদযাপনের সুযোগ, তেমনি মনে করিয়ে দিচ্ছে জাতি হিসেবে এমন নির্মোহ উদযাপনের উপলক্ষের জন্য আমরা কত কাঙ্গাল। নাগরিক জীবনের অজস্র অপ্রাপ্তি, সঙ্কট, অক্ষমতাকে পাশ কাটিয়ে সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে এই উদযাপনে শামিল। বিগত বিশ্বকাপ-পরবর্তী সময়ের পর্যবেক্ষণে বিশিষ্টজনরা অভিমত দিয়েছিলেন যে বিশ্বকাপ ফুটবল চলার সময় দেশে ছিনতাই, ইভটিজিং, বাজে আড্ডা প্রায় কমে গিয়েছিল অনেকটাই। সমীকরণটি বেশ সহজ, সুস্থ প্রতিযোগিতা আর সুন্দরের উদযাপন বরাবরই কালোকে ভাসিয়ে দেয় উৎসবের আলোয়। ফুটবল বিশ্বকাপ উদযাপনকে ঘিরে তাই বাংলাদেশের দর্শকদের উদযাপনের আতিশয্য দৃষ্টিকটু নয়, পতাকার মহোৎসব তাই এক ধরনের ক্ষমাযোগ্য আর ঘরে-বাইরে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথ সুস্বাগতম।

ক্যাম্পাসের অন্য চেহারা : জুন মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটি। এ সময় আবাসিক হলগুলো বেশ ফাঁকা থাকে। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম। বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে খেলা দেখা আর বিশ্বকাপ উন্মাদনায় সঙ্গী হওয়ার লোভে গ্রামের বাড়ির শ্যামলছায়ায় গ্রীষ্মের ফলের রসাস্বাদনের সুযোগ হেলায় বিসর্জন দিয়েছেন অনেকেই। বিশ্বকাপ ফুটবল তো আর ফি বছর হবে না!

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো ঐতিহ্যগতভাবেই জীর্ণ চেহারার আর জৌলুসহীন। বছর ঘুরে কবে পলেস্তারা খসেপড়া দেয়াল নতুন হবে, নতুন রঙের প্রলেপ পড়বে তা নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের তেমন একটা ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু বিশ্বকাপ ঝড়ে বদলে গেছে সব আবাসিক হলের চেহারা। প্রিয় দলের পতাকা আর শুভকামনার লিখনে পুরনো দেয়াল চেনা ভার। সবুজ-হলুদ আর আকাশি-নীলের ভিড়ে অন্য দলের পরিচয় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কিন্তু পতাকার মিছিলে সেই একক আধিপত্য জারি নেই সর্বত্র। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার পতাকার মিছিলে তাই দর্প ভরে উড়ছে জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের পতাকা। প্রায় প্রতি হলে গঠিত হয়েছে প্রিয় দলের সমর্থক গোষ্ঠী।রীতিমত সাংগঠনিক কায়দায় সদস্য সংগ্রহ চলছে। প্রতিটি আড্ডাই হয়ে উঠেছে বিতর্কমঞ্চ। শুধু আড্ডা কেন, ঢাবির প্রায় সব হলেই আয়োজিত হয়েছে রম্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা। আকাশি নীলে সম্পূর্ণ রাঙানো মুহসীন হলের গেট পেরুতে ব্রাজিলভক্ত মাত্রেরই হৃদয় পোড়ায় আর সে দুঃখ ভুলিয়ে দিতেই কিনা এফ রহমান হলের প্রবেশদ্বারে বিশাল দুটি বিলবোর্ড টাঙিয়ে পাল্টা তোপ দেগেছেন ব্রাজিলীয় সমর্থকরা।

শুধু আড্ডা কেন, ঢাবির প্রায় সব হলেই আয়োজিত হয়েছে রম্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা। আকাশি নীলে সম্পূর্ণ রাঙানো মুহসীন হলের গেট পেরোতে ব্রাজিলভক্ত মাত্রেরই হৃদয় পোড়ায় আর সে দুঃখ ভুলিয়ে দিতেই কিনা এফ রহমান হলের প্রবেশদ্বারে বিশাল দুটি বিলবোর্ড টাঙিয়ে পাল্টা তোপ দেগেছেন ব্রাজিলীয় সমর্থকরা

ফুটবলীয় এবং ফেসবুকীয় সাহিত্য! : বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে সব পত্রপত্রিকায় রয়েছে নানা আয়োজন।

সরাসরি রিপোর্ট, বিশেষজ্ঞ কলাম, বিশ্লেষণী কলাম এমন বৈচিত্র্যময়তার পসরা। এসবের মধ্যে আছে ভারিক্কি সাহিত্যিক শিরোনাম, যেমন- বিশ্বকাপের বাঁশি, তীর্থে বিশ্বকাপ, আলোকিত বিশ্বকাপ, বিশ্বকাপ প্রতিদিন এমনসব বাহারি ক্রোড়পত্র। ফেসবুক মাতানো ক্রীড়ামোদী নাহিদ শামস ইমু গবেষণা করে বের করেছেন বিশ্বকাপের সঙ্গে বাংলার দুই মহান সাহিত্যিকের সংশ্লিষ্টতার মোক্ষম নমুনা। তার ফেসবুক দেয়ালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র অনুযায়ী–

"ব্রাজিলভক্তরা ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন যে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক তাদের কাব্যের নানাস্থানে 'পেলে' শব্দটি উল্লেখ করে ব্রাজিলের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ব্রাজিলের একজন নিরঙ্কুশ সমর্থক। কারণ তিনি লিখেছিলেন, 'প্রজাপতি প্রজাপতি কোথায় 'পেলে' ভাই এমন রঙিন পাখা।' এখানে 'পেলে' শব্দটি দিয়ে মূলত ব্রাজিলের কালোমানিক 'পেলে'কেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি!"

তবে গোপনসূত্রে জানা গেছে, আর্জেন্টিনাভক্তরাও পিছিয়ে নেই। তারাও এর মধ্যে দাবি করেছেন যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্জেন্টিনার সমর্থক ছিলেন। রবিঠাকুর তার একটি কবিতায় লিখেছেন–

'চরণ ধরিতে দিওগো আমারে, নিও না নিও না সরায়ে।'

এখানে 'দিয়ো গো' শব্দ দুটি দিয়ে কবি আসলে দিয়াগো ম্যারাডোনার প্রথম নাম– 'দিয়াগো' বোঝাতে চেয়েছেন!

কবি কাজী নজরুল ইসলামও আর্জেন্টিনার এক বিরাট ফ্যান ছিলেন। ব্রাজিলভক্তরা আসলে তাকে নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে। তার 'দোলনচাঁপা' কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'সব ত্যাজিমের হলে সাথী, আমার আশায় জ্বলছে বাতি।' এখানে 'বাতি' শব্দটি মূলত সাবেক আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার বাতিস্তুতার সংক্ষিপ্ত রূপ! কিন্তু বাতিস্তুতার বহু আগেই তো নজরুল ইন্তেকাল ফরমাইয়াছিলেন! তাহলে তিনি বাতিস্তুতার নাম জানলেন কী করে– এমন প্রশ্নের জবাবে এক আর্জেন্টাইনভক্ত বলেছেন, নজরুল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি জানতেন যে তার মৃত্যুর অনেক অনেক পরে একজন তুখোড় আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার জন্মাবে। এজন্যই তিনি তার কবিতায় 'বাতিস্তুতা'কে উৎসর্গ করে 'বাতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

খেলা দেখার আয়োজন : বড়পর্দায় খেলা না দেখলে রীতিমতো মান যায়। তা মানবে কেন সমর্থকরা? যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী আয়োজন করেছেন বড়পর্দার। এমন আয়োজনের উৎকৃষ্ট নমুনা ঢাবি ছাড়া আর কোথায় পাবেন! ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী বন্ধু-বান্ধবসহ সদলবলে চলে আসুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র টিএসসিতে। জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে স্বপন মামার চায়ের কাপ হাতে সবুজ মাঠের ওপর কিংবা টিএসসির দেয়ালজুড়ে আসন নিন। ফুটবল দর্শনে বসে পড়ুন পিচঢালা কালো রাস্তার ফাঁকা মাঠে। বিরতিতে হেঁটে হেঁটে চারুকলা পেরুলেই কমেন্ট্রি বক্সের চিৎকারে খুঁজে পাবেন শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের বড়পর্দায় ভেসে ওঠা ফুটবল মহাপ্রদর্শনী। কিংবা কার্জন হল পেরিয়ে বিজ্ঞান অনুষদের শহীদুল্লাহ হল বাস্কেটবল কোর্টে প্রকাণ্ড ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার পতাকাঘেরা লনে আড্ডাচ্ছলে উপভোগ করুন কাঁপুনিসহ সর্বোচ্চ ডিগ্রির ফুটবলজ্বর! আরেকটু এগোলেই পাবেন দক্ষিণা হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ফজলুল হক মুসলিম হলের মুক্তমঞ্চে সবুজ গালিচায় পাতা চেয়ারে বসে গলা ফাটানোর সুবর্ণ সুযোগ। আবার যদি উল্টোপথে হেঁটে পৌঁছে যান জগন্নাথ হলের উপাসনালয়ে, তবে তো লাভ করবেন পবিত্রমনে ফুটবল আরতির এক অনন্য উপহার! আর মহসীন হলের মাঠকে মিরপুর স্টেডিয়াম ভেবে ভুল করবেন না যেন! আর আপনার যদি খোলা আকাশে অস্বস্তি থাকে কিংবা বৃষ্টির মেঘ মনের কোণে জমতে থাকে তবে ঢুকে পড়ুন ছাত্রদের যে কোনো আবাসিক হলের টিভি রুমে, ন্যূনতম ৫৬ ইঞ্চি পর্দার টিভি আপনাকে স্বাগত জানাবে। এই যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নমুনা তবে বুঝে নিন তারুণ্যমুখর যে কোনো পাড়ায় কী ঘটছে!

ঢাবি ক্যাম্পাসে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সমর্থকদের রম্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা

পতাকাকাহন : প্রিয় দলের পতাকা না ওড়ালে খেলা দেখার আয়োজন অর্ধেক অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই পতাকা উত্তোলনের একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলছে দেশজুড়ে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছাদ দুই বা ততোধিক পতাকায় রঙিন। দোকানের সামনে, গাড়ির বনেট, ল্যাম্পপোস্ট, বিলবোর্ড– কিছুই বাদ পড়ছে না। ব্রাজিল আর্জেন্টিনার কেউ এদেশে এলে রীতিমতো আপ্লুত হয়ে যাবেন সন্দেহ নেই।

পতাকা উত্তোলনের এ উন্মাদনায় প্রাণ হারানোর মতো দুর্ঘটনাও ঘটেছে তবু এই উন্মাদনার রেশ কাটেনি। অনেকে একটি পতাকা উড়িয়েই ক্ষান্ত হননি, বিগত বিশ্বকাপের পুরনো পতাকা জুড়ে দিয়ে সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করেননি কেউ কেউ। অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল হতে গিয়ে পতাকার ডিজাইন, অনুপাতকে তোয়াক্কা না করে বানিয়ে নিয়েছেন প্রিয় দলের পতাকা। ২০০ ফুট দৈর্ঘ্যের পতাকা হয়তো খোদ ব্রাজিলেই উত্তোলিত হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সব বড় শহরে এমন দীর্ঘ পতাকার দেখা মিলবে।

পতাকার এ উৎসবে আছে প্রিয় বাংলাদেশও। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারত ও পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানোকে কেন্দ্র করে সমালোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে হোক আর গণজাগরণের চেতনা থেকে হোক কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান থেকে, প্রায় সবাই প্রিয় দলের পতাকার সঙ্গে যুগপৎভাবে উড়িয়েছেন প্রিয় লাল-সবুজ পতাকা। এই তো সচেতন তারুণ্য। সবার আগে তো মাতৃভূমি। সমর্থনের জোয়ারে প্রিয় দেশকে যেন অশ্রদ্ধা না জানাই, সে বোধের উৎসারণ সবে শুরু হয়েছে। যশোরে একজন তরুণ জেলা প্রশাসক যখন পতাকা উত্তোলন বিষয়ক আইন মেনে চলার অনুরোধ জানান, তখন আশান্বিত হই। এক মওসুমি পতাকা বিক্রেতার লাঠির চূড়ায় যখন লাল-সবুজের বিজ্ঞাপন, তখন অন্য আবেগ কাজ করে। এই দ্বৈত পতাকা উত্তোলন আইনানুগ নয় কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এটা দেশের প্রতি সচেতন অবজ্ঞা বা অসম্মান প্রকাশ নয় বরং বিশ্বমঞ্চে ফুটবল বিশ্বকাপ ঘিরে যে নির্মোহ বিনোদনের ঝড়ো হাওয়া বইছে, তাতে ডানা মেলে দেয়া। জাতি হিসেবে ক্রমান্বয়ে আরো পরিণত এবং সুসংহত জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠলে পতাকা উত্তোলনসূত্রে সৃষ্ট দেশাত্মবোধের সঙ্কট ঘুচে যাবে অবশ্যই। আপাতত এ উদযাপনের জয় হোক। ■